৫। বলে গোঁসাই মহানন্দ, অশ্বিনী হও নিরাশয়,
আমার হরিচাঁদের নিহেতু প্রেম, সহজে কি পাওয়া যায়।

৪০ নং তাল-ঠুংরী

রত্ন ডাঙ্গার বিলের কূলেরে ওকে সাজালেন হরি।
দেখলেম রাখাল সনে, গোচারণে ভুবন-মোহন রূপধারী।।
১। কস্তুরী কুসুম ফুলে, মালা গাঁথি দিচ্ছে গলেরে
হেরে ভুলিতে নারি।
যত রাখাল মিলে বাহু তুলে, ব'লতেছে হরি হরি।।
২। ব্রজে ছিল নন্দের দুলাল, সাজাইত ব্রজ রাখাল রে
যেন সেই রূপ মাধুরী।
যেন সেই কালাচাঁদ, সেই রূপের চাঁদ, গোপীর মন করে চুরি।।
৩। *বিশ্বনাথ ব্রজনাথ সঙ্গে ধেনু রাখে পরম রঙ্গে রে
ব্রজের ভাব মনে করি।
গোষ্ঠে করে দর্প, কাল সর্প, খেলিছে লাঙ্গুড় ধরি।।
৪। প্রিয়সখা বিশ্বনাথ বিসূচিকায় হ'ল মৃত্যুরে ধূলায় যায় গড়াগড়ি।
তারে বাঁচাইয়ে গোধন লয়ে গোষ্ঠে যায় করে ধরি।।
৫। গোলোক চাঁদের মন চোরা, মহানন্দের মনো হরা রে
ভক্তের মনোরঞ্জনকারী।
ভেবে অশ্বিনী কয় দীন দয়াময় ঐ রূপ যেন নেহারী।।

৪১ নং তাল-ঠুংরী

নারিকেলবাড়ীর গোলোক পাগোলরে, যাঁর মহিমা অপার।
গিয়া গঙ্গাচর্নায়, প্রেমের বনায়, করলেন গঙ্গা অবতার।।
১। সাধু রাইচরণের বাড়ী, কদলী গাছ রোপন করি রে
ঘটে দিয়ে আম্রস্বর।

---

* বিশ্বনাথ ও ব্রজনাটু-পূর্ণব্রহ্ম হরিচাঁদের বাল্য সহচর।